পাক্ষিক

আহমদী

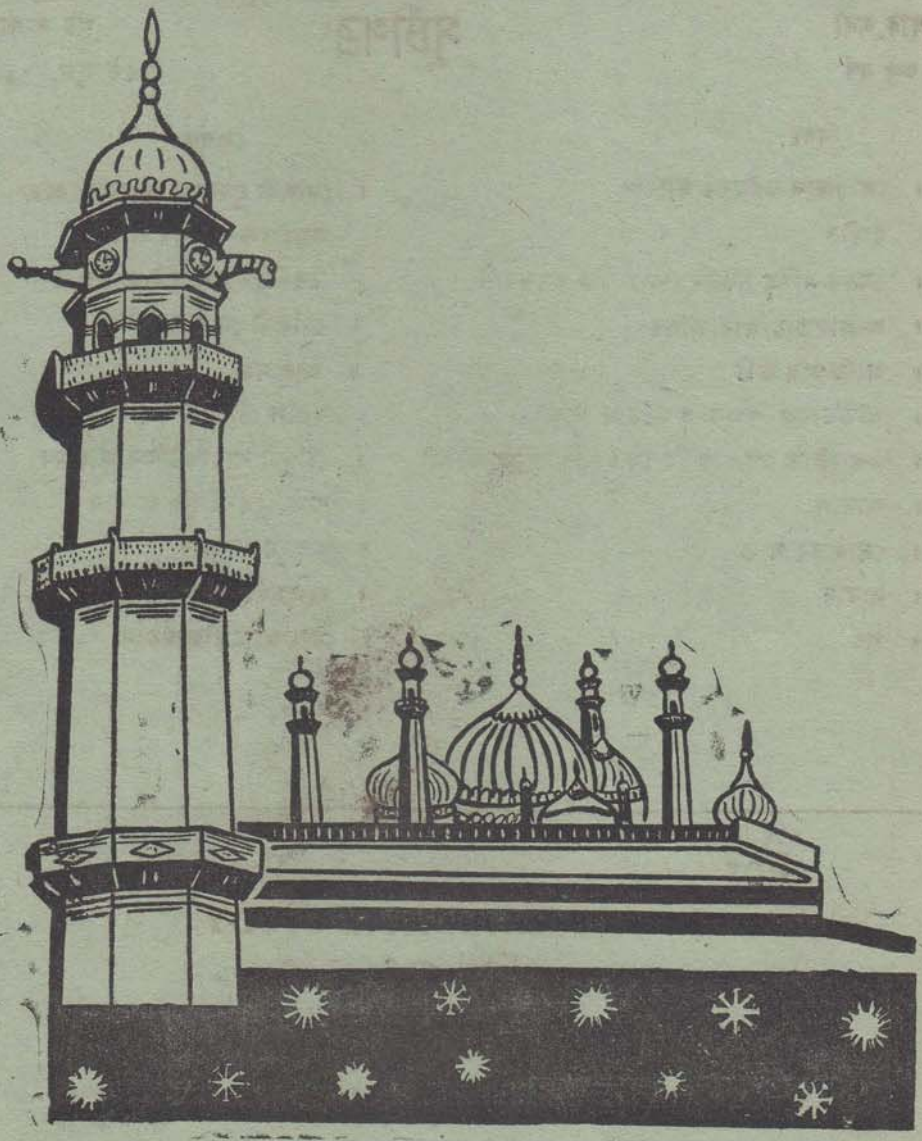

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৩য় সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই জুন, ১৯৬৯ :	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৬৫
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ	৬৭
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	তবলীগে হক্‌ হইতে উদ্ধৃত	৬৮
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৭০
আফ্রিকার চিঠি	অংশু দত্ত	৭৭
অভিভাবক শিক্ষক ও বর্তমান শিক্ষা	কয়েস চৌধুরী	৮১
এক দৃষ্টিতে রসুল করীম (স'ঃ)-এর পবিত্র জীবনী	চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহ্‌মদ	৮৪
আযান	শাহ্‌ মুস্তাফীজুর রহমান	৮৫
ছোটদের পাতা	মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	৮৬
সংবাদ	আহ্‌মদী জগৎ	৮৭
পণ	মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান	৮৮

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই জুন ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই এহ্‌সান ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ৩য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

১০ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮১ ॥ অবশেষে যখন তাহারা তাহার (আযীযের) নিকট হইতে নিরাশ হইয়া পড়িল, তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য একান্তে সরিয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা আল্লাহ্‌র শপথ দিয়া তোমাদের নিকট

হইতে কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতি পূর্বে তোমরা ইউসুফের সম্বন্ধে কি ত্রুটি করিয়াছ? আমি কখনও এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা অনুমতি দিবেন অথবা আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন মীমাংসা করিবেন এবং তিনিই মীমাংসা-কারীদের শ্রেষ্ঠতম।

৮২॥ তোমরা নিজেদের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বল যে, হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার ছেলে চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি শুধু তাহাই বলিলাম এবং আমরা অগোচর বিষয় সম্বন্ধে সংরক্ষক ছিলাম না।

৮৩॥ এবং সেই জনপদবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর যেখানে আমরা ছিলাম এবং সেই বনিকদিগকে (জিজ্ঞাসা কর) যাহাদের সঙ্গে আমরা আসিয়াছি। এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

৮৪॥ সে (ইয়াকুব) বলিল, (ইহা হইতে পারে না) বরং তোমাদের অন্তর তোমাদের জন্য এক বিষয় গড়িয়া নিয়াছে। অতএব (আমার) ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে আমার নিকট নিয়া আসিবেন। নিশ্চয় তিনিই সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৮৫॥ এবং সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইল এবং (পৃথক গিয়া দোওয়া করিল) এবং বলিল, হে আল্লাহ্! ইউসুফের জন্য (আমার) আক্ষেপ (আর কতদিন)। গভীর শোকে (কাঁদিতে কাঁদিতে) তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং (এই শোককে) সে (মনের মধ্যে) দমাইয়া রাখিত।

৮৬॥ তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ তুমি ইউসুফের কথা সর্বদাই এমনভাবে স্মরণ করিতেছ, যাহাতে তুমি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িবে অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হইবে।

৮৭॥ সে বলিল, আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আমার শোক এবং দুঃখের কথা প্রকাশ করি। এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা জান না।

৮৮॥ হে পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তাহার ভাই-এর অন্বেষণ কর। এবং আল্লাহ্‌র দয়া হইতে নিরাশ হইওনা এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীগণ ব্যতীত কেহ আল্লাহ্‌র দয়া হইতে নিরাশ হয় না।

৮৯॥ যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল। বলিল, হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবারবর্গ দারুণ খাদ্যাভাবে পড়িয়াছি। এবং আমরা অতি সামান্য পুঁজি লইয়া আসিয়াছি, অতএব আমাদিগকে (খাদ্যের) পরিমাপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং বদান্যতা স্বরূপ অধিক দান কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ দানশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন।

৯০॥ সে বলিল, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে তখন ইউসুফ ও তাহার ভাই-এর প্রতি তোমরা যে ব্যবহার করিয়াছিলে, তাহা কি তোমাদের স্মরণ আছে?

৯১। তাহারা বলিল, প্রকৃত পক্ষে সত্যই কি তুমি ইউসুফ? সে বলিল (হ্যাঁ) আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি মঙ্গল করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে (সে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়) কারণ আল্লাহ্ কখনও পুণ্যশীলগণের পুরস্কার বিনষ্ট করে না।

৯২। তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধকারী ছিলাম।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ হাদিস ॥

নামায

॥ ইহার শর্ত এবং ইহার আদব ॥

অনুবাদক—বশীর আহমদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১

হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন মুসলমান বা মোমেন বান্দা ওযু করে এবং নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির শেষ বিন্দুর সহিত তাহার সমস্ত অপরাধ ধুইয়া যায় যেগুলি তাহার চক্ষু দ্বারা হইয়াছিল। অতপর যখন সে তাহার দুই হস্ত ধৌত করে, পানির শেষ বিন্দুর সহিত তাহার ঐ সমস্ত অপরাধ ধুইয়া যায় যাহা তাহার হস্ত দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আবার যখন সে নিজের পা ধৌত করে। পানির শেষ বিন্দুর সহিত তাহার সেই সমস্ত অপরাধ ধুইয়া যায় যাহা তাহার পা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে সে সমস্ত গোনাহ্ হইতে পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া আসে। (মুসলিম)।

২

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে কি সেই কথা বলিব না যদ্বারা খোদাতায়ালা গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। এবং মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেন। সাহাবা (রাঃ)-গণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নিশ্চয় বলুন। তিনি বলিলেন, শীত এবং অলসতার দরুণ অনিচ্ছা সত্বেও ভাল ভাবে ওযু করিয়া দূর হইতে মসজিদে হাঁটিয়া আসা এবং নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ইহাও এক প্রকারের (বরাত) সীমান্তে ঘাটি স্থাপন করার মত। তিনি এই কথা দুইবার বলিলেন। (মুসলিম)।

৩

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন; যে ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে ওযু করিয়া নামাযের জন্য আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ মসজিদে যায় এই জন্য যে, সেখানে সে জমাআতের সহিত ফরজ নামায আদায় করিবে। সে মসজিদে যাইতে যত পা ফেলিয়াছে উহার মধ্যে প্রথম পদে যদি এক গুনাহ্ মাফ হয়

(কোরআন করীমের অবশিষ্ট)

৯৩॥ সে বলিল, আজ তোমাদের উপর (আমার কোন অভিযোগ নাই) এবং আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং তিনি দয়ালু-গানের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।

৯৪॥ তোমরা এই কামিজ লইয়া যাও এবং আমার পিতার সম্মুখে নিয়া রাখ। তিনি (বাস্তব ভাবে) জানিতে পারিবেন। এবং তোমরা নিজেদের সকল পরিজনকে আমার নিকট লইয়া আইস। (ক্রমশঃ)

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

ক্রুশ ধ্বংস বলিতে কি বুঝিতে হইবে ?

এইভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই এই কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, এই যুগে একজন সংস্কারকের আবশ্যক। ক্রুশ-ধ্বংস করা যে তাঁহার এই সময়ের কাজ তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মসিহ্ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে, তিনি ক্রুশ-ধ্বংস করিবেন, ইহার অর্থ কি, তাহাই মীমাংসার বিষয়। তিনি কি ক্রুশের কাঠ ধ্বংস করিয়া বেড়াইবেন? ইহাতে কি ফল হইবে? একথা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যদি কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি ধ্বংশ করিয়া বেড়ান, তবে তাহা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হইবে না। ইহাতে তেমন কোন উপকার দর্শিবে না। কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি যদিও তিনি ধ্বংস করেন, তাহার স্থলে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুর ক্রুশ তৈরী হইবে। ইহাতে খ্রীষ্টধর্মের কতটুকু ক্ষতি হইবে? হযরত আবুবকর (রাঃ), এজিদ এবং সুলতান সালাহ্ উদ্দিন অনেক ক্রুশ নষ্ট করিয়া ছিলেন। এই কাজের জন্য তাহারা কি মসিহ্ মওউদ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন? নিশ্চয়ই নহে সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ক্রুশ ধ্বংস বলিতে সেই কাঠের ক্রুশ বুঝায় না। যাহা অনেক খৃষ্টান গলায় ঝুলাইয়া রাখে। ইহার একটি গূঢ় অর্থ আছে। আর একটি হাদীসে يضع الحرب অর্থাৎ মসিহ্ মওউদ (আঃ) যুদ্ধ রহিত করিবেন বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা এই গূঢ় অর্থের সমর্থন করে। এখন কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিক, একদিকে এই হাদিস অনুসারে মসিহ্ মওউদ (আঃ) যুদ্ধ সম্পূর্ণ-রূপে উঠাইয়া দিবেন এবং তখনকার মত জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হারাম বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর এক দিকে তিনি ক্রুশ ধ্বংশ করিবেন, অথচ তখন 'শান্তি বিরাজ করিবে ও গভর্ণমেণ্ট ন্যায়বান হইবে' বলিয়া

(হাদিসের অবশিষ্ট্য)

তবে দ্বিতীয় পদে তাহার আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মসজিদে জামাআত নামায পড়া মানুষের জন্য বাজার অথবা ঘরে নামায পড়ার চাইতে ২০ ভাগ হইতেও বেশী সোওয়াবের কারণ হয় এবং ইহা এই জন্য যে যখন এক ব্যক্তি ভাল ভাবে ওযু করে, অতঃপর নামাযের নিয়ত করিয়া মসজিদে আসে, অর্থাৎ নামায ব্যতিরেকে অপর কোন জিনিষ তাহাকে মসজিদে আনে না, সেই ব্যক্তি যত পা চলিবে প্রত্যেক পদে তাহার আধ্যাত্মিক মর্যাদা বাড়িবে এবং এক গোনাহ্ মাফ হইবে, যতক্ষণ না সে মসজিদে পৌঁছায়। অতঃপর সে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য মসজিদে বসিয়া থাকে, সেই অবস্থায় তাহাকে নামাযে আছে বলিয়াই গণ্য করা হয় এবং ফেরেস্তাগণ তখন তাহার উপর দরুদ পাঠাইতে থাকে এবং বলিতে থাকে, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তির উপর রহম কর, এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দাও, এই ব্যক্তির তওবা কবুল কর। এই সমস্ত দোওয়া তাহার জন্য সেই সময় পর্যন্ত হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাহাকেও কোন কষ্ট না দেয় এবং ওযুর অবস্থায় থাকে। (বুখারী)।

(চলবে)

★

আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ক্রুশ ধ্বংশ করা যেহেতু মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর কাজ এবং যুদ্ধও যখন হইবে না, তখন আপনি নিজেই বিবেচনা করিলে বুঝিবেন, ক্রুশ ধ্বংস করার অর্থ কাঠের বা পিতলের যে ক্রুশ খ্রীষ্টানেরা গলায় ঝুলাইয়া রাখে, তাহা ধ্বংস করা নহে, বরং ক্রুশ-ধ্বংসের অর্থ হইবে খ্রীষ্টধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করা। আমি যে দাবী করিয়াছি, তাহার সত্যতা কি ইহাতে প্রমাণিত হয় না? বস্তুতঃ كسر الصليب বা ক্রুশ-ধ্বংস, যে সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, তাহা আমি লইয়া আসিয়াছি।

ধর্মের নামে যুদ্ধ করা হারাম

আমি পরিস্কার ঘোষণা করিতেছি, বর্তমান সময়ে জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ হারাম। কারণ 'ইয়াকসেরো-সালীব' (ক্রুশ ধ্বংস করা) যেমন মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর কাজ, তদ্রূপ 'ইয়াজাউল হার্ব' (যুদ্ধ রহিত করা) তাঁহার আর একটি কাজ। এই শেষোক্ত কাজের জন্য জেহাদ হারাম বলিয়া ফতোয়া দেওয়া আমার কাজ ছিল। অতএব বলিতেছি, বর্তমান যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণ করা হারাম এবং পাপ। সীমান্ত প্রদেশের অসভ্য লোকেরা জেহাদের নামে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। এইরূপে শান্তি নষ্ট করিয়া তাহারা ইসলামের দুর্নাম রটাইতেছে। তাহাদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়। এই বর্বরদের জন্য কোন প্রকৃত মুসলমানেরই সহানুভূতি থাকা উচিত নহে।

তবে 'ক্রুশ ধ্বংস' করার অর্থ কি?

মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা কর্তব্য যে খ্রীষ্টধর্ম যখন প্রবল হইবে তখন মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আসিবার সময় এবং ক্রুশ ধ্বংস করা তাঁহার কাজ। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টধর্মের পূর্ণ খণ্ডন করা মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি দলীল প্রমাণ দিয়া খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিহীন সপ্রমাণ করিবেন। আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে এবং অলৌকিক ঘটনার বলে তাঁহার দেওয়া দলীল প্রমাণ খুব শক্তি-শালী হইবে এবং ঐ ধর্মের অসারতা জগদ্বাসীর নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। লক্ষ লক্ষ লোক একথা স্বীকার করিবে যে, খ্রীষ্টধর্ম মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হইতে পারে না। এই কারণে আমার পূর্ণ চেষ্টা ক্রুশ ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রহিয়াছে।

★

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খোদা সর্ব শক্তিমান

সকল ধর্মে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز

"আল্লাহ্ ইহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেনঃ নিশ্চয় আমি ও আমার রসুল বিজয়ী হইব। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান।" (সুরা মুজাদিলা, ৩য় রুকু)। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা রসুলসহ নিজের জয়ী হওয়ার বিধিকে প্রথমে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্বশক্তিমান হওয়ার সিদ্ধান্তকে পরে পেশ করিয়াছেন। আগে প্রমাণ দিয়া তবে তিনি দাবী করেন। জানিবার, বুঝিবার ও বিশ্বাস আনিবার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিচ্ছন্ন পথ কি হইতে পারে? তাঁহার সবগুণের পরিচয় প্রদানে তিনি একই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার নবী ও তাঁহার ধর্ম জয়যুক্ত হওয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অমোঘ নিয়ম। এ নিয়মে যাহাতে তাঁহার শক্তিতে কোন সন্দেহের ছায়াপাত না হয়, তজ্জন্য তিনি বাদশাহ বা শক্তিশালী পুরুষকে নবীরূপে গ্রহণ করেন না। সদা তিনি ধনহীন, বলহীন, শিক্ষাদীক্ষাহীন ব্যক্তিকেই নবীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যুগের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে তাঁহার মোকাবেলায় তিনি খাড়া করিয়া দেন। তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগে নবী ও তাহার মুষ্টিমেয় অসহায় সঙ্গীগণকে সমূলে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিবার চরম চেষ্টা করে। কিন্তু পরিণামে তাহারা ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হইয়া যায়। জাগতিক সকল শক্তি লইয়া তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌তালার প্রেরিত পুরুষ একান্ত বিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াও বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, বিদ্যায় নিরক্ষার এবং সংস্থানে বিত্তহীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে, কোন দিন আরবের একছত্র অধিপতি হইতে পারেন তাহা কি অতি দুঃসাহসিক আন্দাজেও বলা যাইতে পারিত? যৌবনে তিনি এক প্রৌঢ়া ধনাঢ্য মহিলাকে বিবাহ করেন। উদারচিত্ত মহিলা তাঁহার সমস্ত ধন স্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। মহামতি স্বামী সকল ধন গরীব দুঃখী জনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দারিদ্রকে বরণ করিয়া লইলেন। এহেন সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্‌তায়ালা নবী-শ্রেষ্ঠরূপে মনোনীত করিলেন। নবুওত ঘোষনার পর সুদীর্ঘ তের বৎসর তাঁহাকে নিদারুণ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে মক্কা শহরে তাঁহার দাবীকে গ্রহণ করিতে এক মহিলা, এক গোলাম, এক বালক, দুই একজন মাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বাকি সমাজের কয়েকজন নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি আগাইয়া আসিলেন। তাহাদের সংখ্যা সর্বমোট ৭০ এর বেশী ছিল না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীগণের অমানুষিক নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ও কঠোর বয়কটের যাঁতাকলের নিষ্পেষণের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চির কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তখন তিনি সঙ্গীগণসহ বাহ্যিকভাবে নিরুপায় ও অসহায়, অথচ আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে আদেশ দেন—

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته ط

"হে আল্লার রসুল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, উহা প্রচার কর; এবং যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে তুমি তাঁহার রেসালতের প্রচার কর নাই।" (সুরা মায়েদা, ১০ম রুকু)। যে আবস্থায় জাগতিক দৃষ্টিতে তাহার নীরব থাকা উচিত এবং বুদ্ধিমানের কাজ, তেমন সময়ে তাঁহাকে সরব হইতে বলা হইয়াছে। বরং দুশমনদের প্রতি সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ দিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

قل ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون

"হে মোহাম্মদ! বলঃ (হে কাফেরগণ), তোমাদের দেবতাগণকে ডাক দাও, তাহার পর আমার বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধ কর এবং আমাকে রেহাই দিও না।" (সুরা আরাফ, ২৪শ রুকু)।

আল্লাহ্তায়ালার এই আদেশকে তাঁহার নবী কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া পালন করেন? এই আদেশের সহিত আল্লাহ্তায়ালার অভয় বাণী থাকে।

والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكفرين -

"এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের নিকট হইতে রক্ষা করিবেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরগণকে হেদায়েত করিবেন না।"

(সুরা মায়েদা, ১০ম রুকু)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে একদিকে নিরাপত্তার অভয়বাণী দিয়াছেন এবং অপর দিকে কাফেরদিগকে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভের পথ না দেখানোর সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। শুধু এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষ্যান্ত হন নাই, এবং তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমান গুণের প্রকাশের জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উল্লিখিত নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে জলদমন্দ্রে তাঁহার জলন্তবাণী অবতীর্ণ করেন।

كتب الله لاغلبن انا و رسلى انا الله قوى عزيز ٥

"আল্লাহ্ ইহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; নিশ্চয় আমি ও আমার রসুল বিজয়ী হইব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।" এই ঘোষণা শুনিয়া যদি জনগণ সভয়ে তাঁহাকে মানিয়া লইত, তাহা হইলে লোকে বলিতে পারিত যে তাহার বিজয়ের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার শক্তির কোন অংশ নাই। সকলে তাঁহাকে ভয়ে মানিয়া লইয়াছে বলিয়া তিনি শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাতে খোদার শক্তির কোন প্রকাশ নাই, পরন্ত মানুষের শক্তিতে ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু উক্ত বাণী ঘোষণায় সমস্ত জাতি তাঁহার চ্যালেঞ্জের জবাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আরও সক্রীয় হইয়া উঠে, তাঁহার কোন কোন সঙ্গীকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করে ও হত্যা করে। অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। ফলে তাঁহাকে অন্ধকার রাত্রে মাত্র একজন সঙ্গী লইয়া প্রিয় জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। দেশত্যাগ করিয়াও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। বার বার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালান হয়। একদিকে যেমন তাঁহাকে বাহির হইতে আক্রমণ করা হয়, অপরদিকে তেমনি মদিনবাসী মোনাফেক ও ইহুদীগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে আপন শহরে উত্তেজিত করা হয়। এক কথায় তাঁহাকে ধ্বংস করার কোন প্রকার অপচেষ্টার কসুর করা হয় নাই। কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের সকল চক্রান্তের উপর সর্ব শক্তিমানের চক্র ঘুরিয়া গেলে। যিনি রাত্রির অন্ধকারে একজন সঙ্গীসহ হত্যার ষড়যন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর পরেই দশ হাজার সুধীজনসহ উজ্জল

দিবালোকে বিজয়ী বেশে মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন। যে রাত্রে তিনি মক্কা ত্যাগ করেন সে রাত্রে ষড়যন্ত্রকারীগণ তাঁহার গৃহের চারিদিকে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করিয়া পাহারা নিরত ছিল, কিন্তু সে দিনও যেমন তাহারা তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে নাই, তেমনি যে দিন তিনি মক্কা প্রবেশ করেন, সেদিন মক্কাবাসীগণের সকল শক্তি থাকা সত্বেও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার কেহ ছিল না। এক যাদু মন্ত্রে মক্কাবাসীগণ অভিভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আপন আপন গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিল। সকলেই কৃত কর্মের জন্য লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া রহিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের অপরাধের শাস্তি না দিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। যাহারা তাঁহার বিজয়কে দৈবাতের ঘটন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে, তাঁহার এই মহান ক্ষমার ঘটনা তাহাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। কারণ যিনি দৈবাৎ বিজয় লাভ করেন, তিনি তাঁহার প্রানঘাতী দুশমনদের কখনও ক্ষমা করেন না। একান্ত অসহায় অবস্থায় বিজয় লাভের সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বানী করা এবং বিজয় লাভের পর সকল দুশমনকে ক্ষমা কর', সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে যে তিনি সর্বশক্তিমানের নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত ছিলেন। যে দিন তিনি একা ও অসহায় ছিলেন, সেদিনও যেমন তাঁহার ভবিষ্যৎ বিজয়ে কোন সন্দেহ ছিল না, তেমনি যেদিন তিনি শত্রুগণের উপর বিজয় লাভ করিলেন, সেদিনও তাঁহার দুশমনগণকে অক্ষত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার বিজয়কে যে কেহ পরাজয়ে পরিবর্তন করিতে পারিবে না, তাঁহার এই প্রত্যয়ের তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। এ সম্পর্কে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। হেন্দা ইসলামের মহা শত্রু ছিল। সে বদরের যুদ্ধে বিদ্বেষে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-এর তাজা কলিজা চিবাইয়া খাইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের দিনে যখন সকলে ইসলাম কবুল করিতে থাকে, তখন হেন্দাও রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট কলেমা পড়িতে আসে। তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি দেখিয়া ইসলামের সত্যতা বুঝিল। তখন সে যে উত্তর দিয়াছিল, উহা অবিশ্বাসীগণের জন্য ঈমান উদ্দীপক এবং কেয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। সে বলিয়াছিল; আজও কি আর আপনার সত্যতা বুঝিতে আমার বাকি আছে। আপনি যখন একা ছিলেন তখন আপনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সর্বশক্তিমান খোদা আপনার সহিত আছেন এবং আপনি বিজয়ী হইবেন। সেদিন আরবের সমস্ত শক্তি এবং কাবার ৩৬০ দেবদেবী আমাদের পক্ষে ছিল। আমাদের চরম শক্তি আপনার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকলই বিফল হইল। আমাদের সকলের মিলিত শক্তি আপনার বিরুদ্ধে মিলাইয়া গেল এবং আমাদের ৩৬০ দেব-দেবীর সকল প্রভাব আপনার এক খোদার বিরুদ্ধে বিলীন হইয়া গেল। আপনার খোদা সর্ব শক্তিমান না হইলে যে আমাদের এই বিপর্যয় কখনও সম্ভব ছিল না, তাহা কি এখনও কাহারও বুঝিতে বাকি আছে? বস্তুতঃ ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে যদি খোদা না ছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং তিনি তাঁহার প্রেরিত রসুল ছিলেন না, তাহা হইলে তিনি একান্ত বিরূপ অবস্থায় কিভাবে মক্কাবাসীদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রচার জেহাদের ঝাণ্ডাকে খাড়া রাখিলেন, উহাকে সতেজ করিলেন, সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ দিলেন এবং কাফেরগণ তাহার বিরুদ্ধে তাহাদিগের পূর্ণ শক্তি নিয়োগের পরও কিভাবে তিনি নিরাপদ রহিলেন এবং জয়যুক্ত

হইলেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি এমন মহাবিজয় লাভ করিয়াও উহার জন্য নিজের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি খোদার নিকট আরও বিনায়বনত হইয়াছিলেন। বিজয়ীবেশে মক্কা প্রবেশের পথে কিভাবে তিনি দুর্বল স্কন্ধার বোঝা আপন মাথায় তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া যান। ইহার বিপরীত কোন নাস্তিক আল্লাহ-তায়ালার বিধানে কোন কাজে সফলতা লাভ করিলে উহার জন্য সকল প্রশংসা নিজের জন্য প্রচার করে এবং বিফল হইলে খোদা নাই বলে। বদরের যুদ্ধ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জয়লাভ সর্বশক্তিমানের সাহায্যের হস্ত ছাড়া সম্ভব ছিল না। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পক্ষে মাত্র ৩১৩ জন যুদ্ধ বিদ্যায় অনাভিজ্ঞ অস্ত্র শস্ত্র বিহীন সঙ্গী, যাহাদের মধ্যে কতিপয় বালকও ছিল। অপর পক্ষে মক্কার শ্রেষ্ঠ ১০০০ যুদ্ধ বিশারদ এবং তাহারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে সজ্জিত। যুদ্ধের ক্ষেত্রও মক্কা-বাসীদের জয়ের অনুকুল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিকুল ছিল। মক্কাবাসীদের শিবির শক্ত মৃত্তিকাময় যমিনের উপর অবস্থিত এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের মোকাবেলার জন্য যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উহা বালুকাময় ছিল। মক্কাবাসীদের দিকে পান করিবার জন্য মাঠ কুয়া ছিল। অপর পক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দিক বালুকাময় হওয়ার কারণে সে দিকে কোন পাণীয় জলের ব্যবস্থাই ছিল না। এহেন পরিস্থিতে বাহ্যিকভাবে মক্কাবাসীদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালার শক্তি সকল বস্তু, ব্যবস্থা ও অবস্থাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

ان الله على كل شيء قدير ০

"নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তিনি পলকে সকল সুবিধাকে অসুবিধায় এবং অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করিতে সক্ষম। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যমিন হইতে এক মুষ্টি কঙ্কর তুলিয়া লইয়া বিরুদ্ধবাদীদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। নিমিষে এক মহাঝড় তাহার পশ্চাতদিক হইতে বালুকা রাশির প্রবাহ ও মেঘ সহ ছুটিয়া আসিল। বালুকারাশি শত্রুপক্ষের নাকে, মুখে ও চক্ষে পড়িয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। এদিকে দুই জন ১৬ বৎসর বয়স্ক আনসার বালক ঝটিকা বেগে গিয়া মক্কাবাসিদের সৈন্যাধক্ষ্য আবু জেহেলের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। প্রথম চোটেই মক্কাবাসীগণ ভগ্নোৎসহ হইল। ইহার পর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন মুসলমানদের তীর বায়ুভরে মক্কাবাসীদিগকে তীব্রবেগে বিঁধিয়া ঘায়েল করিতে লাগিল এবং তাহাদের তীর সমুহ বিরুদ্ধ বাতাসে গতিহারা লক্ষভ্রষ্ট হইয়া নিকটেই পড়িয়া যাইতে লাগিল।

ইহারপর মেঘ হইতে বারিপাত হইয়া মক্কা-বাসীদের মৃত্তিকাময় ক্ষেত্রকে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল করিয়া তাহাদিগের জন্য দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা কঠিন করিয়া দিল এবং তাহাদের কুয়া কর্দ্দমাক্ত পানিতে ভরিয়া উহার পানি পানের অযোগ্য হইয়া গেল। অপর পক্ষে মুসলমানদের দাঁড়াইবার বালুকাময় স্থানে বৃষ্টির পানি পড়িয়া শক্ত হইয়া গেল এবং বালুকাময় গর্তে স্বচ্ছ পানি জমিয়া পানের যোগ্য হইয়া গেল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক হস্তের ইঙ্গিতে অবস্থার পাশা নিমিষে পালটাইয়া গেল, হযরত রসুল করীম (সাঃ) সামান্য ক্ষতি দিয়া মহা-বিজয় লাভ করিলেন এবং অপর পক্ষ মহা ক্ষতি স্বীকার করিয়া লাঞ্ছনাজনক পরাজয় বরন করিল। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

"এবং যখন তুমি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন

তুমি উহা নিক্ষেপ কর নাই, পরন্তু আল্লাহ্ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (সুরা আনফাল—২য় রুকু)।

বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হস্ত নিক্ষিপ্ত প্রস্তর মুষ্টি, যাহা শত্রুদের জন্য প্রলয় ডাকিয়া আনিয়াছিল, উহা কোন সাধারণ বিষয় ছিল না বা আকস্মিক, ঘটনাও ছিল না। এই বিজয়ের পূর্ব হইতে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বানী ছিল। গৃহস্থ যেরূপ অঙ্গুলি সঙ্কেত দিয়া তাহার কুকুরকে শত্রুর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া তাহার বিনাশ সাধন করে, তদ্রূপ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হস্ত নিক্ষিপ্ত প্রস্তর 'প্রকৃতির প্রতি শত্রুকুলের বিরুদ্ধে এক ঐশী ইঙ্গিত স্বরূপ ছিল, যাহা পলকে সব ওলট-পালট করিয়া প্রভুর শক্তির প্রকাশ দেখাইয়া গেল। ওহোদের যুদ্ধও আল্লাহ্‌র শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আহত ও মৃত বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু তথাপি দুশমন জয়ী হইয়াও পলায়নপর হইল। কে দুশমনকে ঠেকাইল।

সেই সর্বশক্তিমানের শক্তির অলক্ষ কিন্তু সুনিশ্চিত প্রভাব স্বীয় রসুলকে মৃতবৎ ফেলিয়া রাখিয়াও আপন প্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিতে দিলেন না। তাহারা ভাগিয়া গেল।

এ যুগেও আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা তাঁহার শক্তির প্রকাশ দেখাইয়াছেন। শত্রু যখন যে ময়দানে তাহার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তিনি তাহার প্রেরিত পুরুষের দ্বারা শত্রুকে সেই ময়দানেই পরাজিত করেন। শত্রুকুল তরবারীর দ্বারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরনে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে তরবারীর দ্বারাই নির্মূল করিয়াছিলেন। কিন্তু এযুগে শত্রুকুল কলম ও প্রচার ব্যবস্থা লইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ময়দানেই তাহাদিগকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর হস্তে পরাজিত করেন।

তাঁহার দাবীর সত্যতার তিনি যেমন এক দিকে পবিত্র কোরআন হাদিস, ইঞ্জীল, তওরাত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হইতে অকাট্য প্রমাণ দেন, তেমনি অপর দিকে অসংখ্য জলন্ত ঐশী নিদর্শন দ্বারাও তাঁহার সত্যতা সপ্রমাণিত করেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তিনি ছোট বড় প্রায় ৯০ খানা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন এবং জীবনে প্রায় ৯০ হাজার পত্র লিখেন এবং পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী ১৬০০ দাওয়াতী চিঠি লিখেন। একদিন তিনি ছিলেন একা এবং সমস্ত জগতবাসী ছিল তাঁহার বিরোধী। কিন্তু আজ জগতের সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ্য এবং তাঁহার জামাত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এমনিই হইয়া থাকে। সত্যের সদা বিরোধিতা হয়, তবু সত্যই জয়ী হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বিশ্ব-নবী অর্থাৎ সমস্ত জগতবাসীর জন্য নবী করিয়া পাঠান। তিনি শরীয়তকে পূর্ণ করিয়া যান। কিন্তু তবলীগকে পূর্ণ করা অর্থাৎ বিশ্ববাসীকে তবলীগ করিয়া মুসলমান করার দায়িত্ব ছিল তাঁহার উম্মতের উপর। কিছুকাল যাবৎ তাহারা এই কর্তব্য পালন করে ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে, কিন্তু কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা কর্তব্যচ্যুত হয়। ফলে তাহারা হীনবল, ক্লান্ত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত হইয়া যায়। খেলাফতের চির প্রতিশ্রুত রজ্জু প্রথমে শিথিল হইয়া পরে তাহাদের হাত হইতে স্খলিত হইয়া যায়। এমন একদিন ছিল যখন সকল জাতি ইসলামের শিক্ষা ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও আদর্শে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইত। আবার গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইসলামের উপর এমন এক অমানিশা নামিয়া আসিল, যখন তাহারাই নাস্তিকে পরিণত হইল অথবা খ্রীষ্টান ও শুদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক আলেমও

পাদরীদের আক্রমণে ঘায়েল হইয়া খ্রীষ্টান হইয়া উল্টা পথের যাত্রী হইয়া গেলেন। ঐ সময় প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে বহু আলেম ছিলেন। অবশিষ্ট উলেমা নির্বিকার চিত্তে এ দৃশ্য দেখিয়া, "তাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে" বলিয়া আপন কর্তব্য সমাপন করিলেন। অন্যদিকে আপন ঘরে তাঁহারা ধর্মের খুঁটিনাটি লইয়া পরস্পর বিরোধে মনোযোগী হইলেন। অমুসলমানকে মুসলমান করা ছিল মুসলমানদের পবিত্র আবশ্যক কার্য; এখন সেই উত্তরাধিকার ফেলিয়া আলেমগণ কুফরের ফাতওয়া হাতে লইলেন। অমুসলমানদের মুসলমান হওয়া বন্ধ হইল এবং আলেমগণের আপস-দ্বন্দ্বের ফতওয়াবাজীতে ইসলামের ঘর খালি হইয়া গেল। বিভিন্ন ধর্মের পাদরী পুরোহিতগণ ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া নিল। ইসলামের তরী নিমজ্জমান হইল। খ্রীষ্টান পাদরীগণ যীশুখ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টধর্মের জরাজীর্ণ তরীকে বিশ্ব-উদ্ধারতরী রূপে দ্রুত আগাইয়া লইয়া চলিল। তাহাদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেল। খ্রীষ্টান জগত উৎসাহে উল্লাসিত হইয়া ঘোষণা করিল যে, একশত বৎসরের মধ্যে তাহারা ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবে। এখন উপায় কি? কোন দিকে উদ্ধারের পথ দেখা যাইতেছিল না। ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে কাদিয়ানে আবির্ভূত করিলেন। তিনি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া জোয়ান হওয়ার পর যেমন পুনরায় সে মাতৃগর্ভে ফিরিয়া যায় না, তেমনি প্রগতির ধারায় ধর্ম ইসলামের পূর্ণতালাভ করিয়া আবার খ্রীষ্ট ধর্মে ফিরিয়া যাইবে না। **ইসলাম ধর্ম-ই জগতে বিজয়ী হইবে,** ইহাই আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান, এই বাণীই তিনি আনিয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থাপনা করাই তাঁহার কাজ। অজানা স্থানের অজানা সহায় সম্বলহীন এক ব্যক্তি দুর্বল একটি কলম লইয়া বিভিন্ন বর্ণের শক্তিশালী ও দুর্মুখ পণ্ডিত, পুরোহিত ও ধর্ম যাজকগণের বিরুদ্ধে উক্ত ঘোষণা লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার লেখনীর আঁচড়ে আঁচড়ে জ্ঞান, যুক্তি ও শক্তির অপূর্ব ঝলক খেলিয়া গেল। উম্মী-স্বরূপ ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে সকলে নির্বাক হইয়া গেল। সারা দুনিয়ার উপর যেন এক যাদুমন্ত্র খেলিয়া গেল। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদিগের কলম শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মুসলমানের ধর্ম ত্যাগী হওয়ার স্রোত থামিয়া গেল। সত্যান্বেষীর চোখে সত্যের জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল এবং হৃদয়ে ঈমানের প্রবাহ খুলিয়া গেল। মুসলমান তাহার হারান ঈমান ও আমল ফিরিয়া পাইল এবং অমুসলমান আবার মুসলমান হইতে লাগিল। হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে সকল অভি-যোগ খণ্ডন করিলেন, ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ইসলামের সক্রিয় খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এক কার্যকরী কর্মপন্থা ও সৎকর্মশীল এক জামাআত গঠন করিয়া ইসলামের বিজয়ের পথ খুলিয়া দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ঘোষণাকে সত্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্যবাসী যাহারা আমাদের ঘরে আসিয়া আমাদের মানুষকে বিপথগামী করিতেছিল, তাহাদিগের সেই শত্রুতার মহান প্রতিশোধে আহ্‌মদী মোবাল্লেগণ পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের ঘরে যাইয়া আজ তাহাদের মানুষকে ইসলামের আশিস দিয়া সত্য পথে আনিতেছেন এবং ঘরে বাহিরে প্রত্যেক আহ্‌মদী আজ ইসলাম ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য আপন আপন স্থানে সতর্ক প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। চক্ষে তাহাদিগের স্বর্গীয় আলো, বক্ষে তাহাদিগের দৃঢ় ঐশী পণ। তাহারা সাহাবা কেরাম (রাজিঃ)-দের চলা পথে ঈমান,

আমল, যুক্তি ও নিদর্শন দ্বারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে জগতে বিশ্বনবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাহাদিগের হস্তে ইসলাম আজ বিজয়ের পথে অভিযান করিয়াছে।

কিন্তু ইসলামের প্রথম অভ্যুত্থানের যুগে যেরূপ শত্রুকুল যুদ্ধ উপকরন ও জাগতিক শক্তিতে মহা পরাক্রান্ত এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) একান্ত অসহায় ছিলেন, এ যুগেও তেমনি ইসলামের শত্রুকুল বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, প্রচার ব্যবস্থা ও সকল শক্তিতে মহা পরাক্রান্ত এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) একজন বিদ্যাহীন, অর্থহীন ও অসহায় ছিলেন। প্রথম যুগে সকল শক্তিতে শক্তিমান দুশমন স্বয়ং অসহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তরবারী হানিয়া পরাজিত হইয়াছিল। তথাপি পরবর্তীকালে ইসলামের দুশমনগণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিল যে, তিনি তরবারীর বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। এ যুগে তাই আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জামাতের হস্তে এ যাবৎ রাজশক্তি না দিয়া তাঁহাকে কলমের ময়দানে বিজয়ী করিয়া তাঁহার প্রকৃত শক্তির প্রকাশ দেখাইয়াছেন। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ঘরে বাহিরে আক্রান্ত ইসলামকে পরিত্যক্ত, একান্ত দুর্বল, লাঞ্ছিত, জর্জরিত ও অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ইহাকে সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ ঝলমল, নিঃস্কলঙ্ক ও অপরাজেয় এবং অফুরন্ত কোন, শক্তি ও সম্মানের উৎসাহ হিসাবে রাখিয়া যান। তিনি ১৮৮৯ ইসাব্দে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী হইবার দাবী করেন।

ইহা প্রণিধান করিবার বিষয় যে যদি খোদা নাই তাহা হইলে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যুদ্ধশাস্ত্রে অজ্ঞ ও সম্বলহীন হইয়াও কাহার শক্তিবলে যুদ্ধে জয়যুক্ত হইলেন এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) লেখাপড়া ও প্রচার ব্যবস্থার দিক দিয়া একান্ত সম্বলহীন হইয়াও কিভাবে সকল জাতির যুগবাৎ অক্রমনকে প্রতিহত করিয়া ইসলামকে জয়যুক্ত করিলেন ?

(চলবে)

★

দোয়ার আবেদন

মাহ্‌মুদ নগর হইতে জনাব আবদুস সালাম সাহেব জানাইয়াছেন যে, তাহার একটি ছোট মেয়ে গত কয়েকদিন হইতে টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছে, তিনি সকলের নিকট মেয়েটির শীঘ্র আরোগ্যের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

আফ্রিকার চিঠি

—অংশু দত্ত

মেনসা বনসুয় মামা মারা গেছেন। সমবেদনা জ্ঞাপনে ওদের বাড়ি যাই। অনেক লোক এসেছে ওদের বাড়ী—মৃতের আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধব। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সকলেই অল্প-বিস্তর মদ্যপান করছে। নিয়ম হল একই পাত্র সকলের হাতে হাতে ঘুরবে। বোতল থেকে যে যার দরকার মাফিক পানীয় ঢেলে নেবে এবং তারপর এক চুমুকে যতটা পারে শেষ করবে। পৌরুষের ব্যারোমিটার ওঠানামা করবে চুমুকের দৈর্ঘে আর নিঃশেষিত পানীয়ের পরিমাণে। আমি মনে মনে হিসেব করছিলুম, এই দুয়ের অনুপাত দিয়ে পৌরুষের কোন একটা বস্তুনিষ্ঠ সূচক বার করা যায় কিনা। এমন সময় আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ব্যাহত হল। দেখলুম, পেয়ালা একজনের কাছে গিয়ে থমকে থেমে গেছে। ভদ্রলোক বাংলা পাঁচের মত বিরস বিতৃষ্ণ মুখে ঘাড় নাড়ছেন। তাঁর আশ-পাশের লোকদের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস। সবিস্ময়ে চিনতে পারি ভদ্রলোক মেনসা বনসুয়ের মাস্তুত ভাই, হামফ্রে কোজো। খানিকক্ষণ বাদে ওঁকে একান্তে পেয়ে জিগ্যেস করি, "আপনি খাচ্ছেন না?" হামফ্রে বলেন, "আমার তো মদ্যপান বারণ।" হামফ্রে কোজোর সাড়ে ছ' ফিট খাড়া চেহারা। কালকেতুর রূপ বর্ণনায় ব্যবহৃত "দুই বাহু লোহার শাবল" ওর বীরবপুর মানানসই চিত্রায়ন। দেখে মনে হয় যকৃতের দোষ সাতজন্মে ওর ধারে কাছে ঘেষতে সাহস পায়নি। এ হেন হামফ্রে কোজোর মদ্যপানে অনাসক্তি, কারণে বারণ! এমন নিষেধে সাহস হল কার? হামফ্রে কোজো বলেন, "খৃষ্টানদের সংগে আমাদের তফাত এইখানে আমরা মদ ছুই না। আর ওর গীর্জায় গিয়ে মদ আর রুটি খায়। ট্রান্স-সাবস্ট্যানশিয়েশন-এর মতবাদ তো ক্যাথলিকদের ধর্মতত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। আমি মনে মনে ভাবি হামফ্রে কোজো বর্ণিত আমরা আসলে কারা। উনি আবার বলেন, "আপনাদেরও তো মদে বিশেষ আসক্তি নেই। আর এতে অবাক হবারই বা কী আছে? আমাদের ধর্ম তো আপনাদের দেশ থেকেই এসেছে। "এবার বুঝতে পারি হামফ্রে কোজো হলেন মুসলমান। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার সংখ্যাগুরু মালিকী সম্প্রদায়ভুক্ত নন। পশ্চিম আফ্রিকায় মালিকী ইসলামের প্রচারকেরা ভারতবর্ষ থেকে আসেননি। হামফ্রে কোজো নিশ্চয়ই আহ্‌মদী। অর্থাৎ এর সম্প্রদায়ের নাম আহমদীয়া বা কাদিয়ানী। প্রথম নামটির উদ্ভব এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদের নামানুসরণে। আর দ্বিতীয়টি চালু হয়েছে কাদিয়ান থেকে। কাদিয়ান হল পূর্ব পাঞ্জাবের একটি ছোট শহর। এইখানে উনিশ শতকের শেষে গোলাম আহ্‌মদ ঘোষণা করেন তিনি স্বয়ং হলেন, মুসলমানদের নবী আর মাধি খৃষ্টানদের মেসাইয়া', যাঁর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে করা হয়েছে, আর হিন্দুদের পক্ষে কেশবের নব-অবতার। খৃষ্টান ও হিন্দুরা তো নয়ই, এমনকি অন্য মুসলমানরাও আহ্‌মদের এই দাবি মেনে নেয়নি। আহমদ তখন কাদিয়ানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু মুসলমানকে দীক্ষা দিয়ে কাদিয়ান শহরে নিজের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করলেন। এখান থেকে প্রচার চলল

অবিভক্ত ভারতে (বিশেষত পাঞ্জাবে), ইন্দোনেশিয়া, বৃটেন আর আমেরিকায়। পরে পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায়ও আহ্‌মদী প্রচারকেরা ইংল্যাণ্ড ও ভারত থেকে এসে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছেন।

অবশ্য আহমদীরা আসার আগেও ঘানা বা নাইজেরিয়ার মত দেশে অনেক মুসলমানের বসবাস ছিল। কিন্তু এরা থাকত প্রধানত উভয় দেশের উত্তরাঞ্চলে—নাইজেরিয়ার হাউসনা-ফুলানি ও ঘানার দাগোম্বা-মোসি অধ্যুষিত এলাকায়। একশ' বছর আগে পর্যন্ত ইসলাম প্রধানত ছিল সুদানীয় তৃণভূমি বা সাভানা অঞ্চলের ধর্ম। এর দক্ষিণে বনভূমির ব্যবধান পেরিয়ে আটলান্টিক উপকূলে এগিয়ে আসতে পারেনি। তারপর গত একশ-বছরে পশ্চিম আফ্রিকায় ইওরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণের যোগাযোগও সুদৃঢ় হয়েছে। চাকরি ও ব্যবসা করতে উত্তরের বহু লোক এসেছে দক্ষিণে এবং সাথে এনেছে তাদের ধর্ম ইসলাম। আহ্‌মদীরা আসার আগেও তাই ঘানার আকান উপজাতির মধ্যে কিছু কিছু লোক তাদের সনাতন ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

ঘানায় আহমদী প্রচারের শুরু হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে। তার বছর খানেক আগে জনৈক ফান্টি মুসলমান স্বপ্ন দেখে, সে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ মুসলমানের সঙ্গে নামাজ পড়ছে। স্বপ্নের কথা সে তার বন্ধু-বান্ধবকে বলায় জনৈক বন্ধু তাকে জানায়, ভারতবর্ষ থেকে এক মুসলিম মিশন লণ্ডনে এসে প্রচার চালাচ্ছে বলে শোনা গেছে (প্রসঙ্গত ভারতীয়-পাকিস্থানীদের এদেশে শ্বেতাঙ্গ বলে ধরা হয়)। এরপর মানকেসিম শহরে স্থানীয় মুসলমানদের এক সভা থেকে কাদিয়ানের আহ্‌মদী মিশনে এক চিঠি যায় এবং এদের অনুরোধমত আলহাজি মৌলনা আব্দুল রহিম নাইয়ার লণ্ডন থেকে স্বর্ণ-উপকূলে তথা পশ্চিম অফ্রিকায় ধর্মপ্রচারে আসেন। এঁর উদ্যোগে ঘানার দক্ষিণে সল্টপণ্ড শহরে আহ্‌মদী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নাইজেরিয়ার লেগস শহরেও আহ্‌মদী সংগঠন গড়ে উঠে।

ঘানা ও নাইজেরিয়ায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আহ্‌মদী প্রচার চলেছে। আজ ঘানায় আহ্‌মদীদের ১৬২টি মসজিদ ১৫টি স্কুল আছে, যার মধ্যে একটি হল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এক-আধ জায়গায় চাঁদ-তারা মার্কা আহমদিয়া স্টোর্স বা দোকানও দেখেছি। ঘানায় আহমদী মিশনের কাজ চালাচ্ছেন ২৫জন মিশনারী, যাঁদের মধ্যে চারজন হলেন পাকিস্তানী। এঁরা জনসভায় বক্তৃতা করেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন আর রেডিও ও টেলিভিশনে আহ্‌মদীয়া সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জবাব দেন। আহ্‌মদীদের উদ্যোগে ফান্টিভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ সমাপ্তপ্রায়। আজ সমগ্র ঘানায় আহমদীদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার, নাইজেরিয়ায় হাজার পাঁচেক আর সিয়েরালিওনে আছে হাজার চারেকের মত। অর্থাৎ ইংরাজীভাষী পশ্চিম আফ্রিকায় সব মিলিয়ে আহমদীদের সংখ্যা হল চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম ক্ষুদ্রতম দেশ গ্যাম্বিয়ায় পাকিস্তানী প্রচারকেরা এই প্রথম কাজে নেমেছেন। সে দেশের বর্তমানে গভর্নর জেনারেল স্বয়ং আহমদী।

এখানকার লোকে ভারতীয় ও পাকিস্তানীর পার্থক্য কম বোঝে। তাই হামফ্রেকোজো আমাকে তার পরমাত্মীয়ের আসনে বসালে কিছুমাত্র আশ্চার্য বোধ করি না। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে তাঁর আনাগোনা চলে। একদিন তাঁর সঙ্গে আর একটি ক্ষীণদেহ যুবকের আবির্ভাব। হামফ্রে কোজো পরিচয় করিয়ে দেন "এ হল আমাদের আহ্‌মদী স্কুলের হেড মাস্টার। নাম রবার্ট আর্থার কোবিনা বেডু ইয়াকুব হাসান আমি বলি "ওঁর এই ক্ষীণ শরীর নামের এতবড় বোঝা বইতে পারে!" হামফ্রে

তখন নামায়ন শুরু করেন, 'মাঝের দুটি হল আসল ফান্টে নাম। এমন নামের সঙ্গে একটা দুটো বিলাতী নাম জুড়ে দেওয়া আমাদের রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। তাই রবার্ট আর্থার। আর আমারা আহ্‌মদীরাই বা আমাদের দাবি ছাড়ব কেন? তাই শেষের দুটি।" স্থানীয় আদবকায়দা অনুসারে আমি ওদের 'ড্রিংক্‌স্ পরিবেশন করি। আমার প্রত্যাশামত হামক্রে কোজো বীয়ার না ছুয়ে একটা কোকাকোলার বোতল সস্নেহে টেনে নেন। কিন্তু ইয়াকুব হাসান কোনটাতেই উৎসাহ না দেখিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। হামক্রে বলেন, "ওর তো শুক্রবারে নির্জলা উপবাস, জুম্মাবার কিনা। আপনি কিছু মনে করবেন না। ও আপনার সঙ্গে আপনার দেশের গল্প করতে এসেছে।" আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাই ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব আস্তে আস্তে বলে, "আচ্ছা, কাদিয়ান কি আক্রার মত বড় শহর?" সত্যি কথা বলতে কী, হামক্রে কোজোর সঙ্গে মেনসা বনস্থর মামার বাড়ীতে দেখা হবার পর লাইব্রেরীতে আহ্‌মদী আন্দোলন সম্পর্কে একটা বই খুজে না পড়লে কাদিয়ান পানামা না জাপানে তা জানতুম না। প্রভাত মুখুর্যের মাস্টার-মশায়কে 'হর্নস্ অফ এ ডিলেমা' কথার মানে জিগ্যেস করাতে ও'র যেমন মনের অবস্থা হয়েছিল, সন্তপড়া বই-এর কল্যাণে ইয়াকুবের প্রশ্নে আমিও তেমনি বিজয় গর্বে উদ্দীপিত হয়ে যথাযথ উত্তর দিই। ইয়াকুব তারপর প্রশ্ন করে, "রাবোয়া কেমন?" কাদিয়ান দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষে পড়ায় পশ্চিম পাঞ্জাবের রাবোয়া শহরে বর্তমানে আহ্‌মদীরা তাদের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করেছে। তারপর প্রশ্ন হয় লাহোর সম্পর্কে। তারপর আসে লতা মুঙ্গেশকরের গান ও রাজকাপুরের অভিনয় প্রতিভা। বলাবাহুল্য সবটাই হিন্দী ফিলিমের দৌলতে। এরপর খানিকক্ষণ রেকর্ডে ভারতীয় গান শুনে আহ্‌মদীদ্বয়ের প্রস্থান।

সপ্তাহখানেক পরে যে চিঠি পাই সেটি খুলে হতবাক হই। লেখা আরবী লিপিতে। অর্থাৎ কেউ আমাকে লিখেছে আরবী ভাষায় কিংবা ফার্সী, হাউসা, কি উর্দুতে। অথচ পোস্টমার্ক ঘানার এক শহরের। এ কী নির্মম রসিকতা। অগত্যা যাই আমাদের পাকিস্তানী সহকর্মী ডক্টর শহীদুল্লার কাছে। তিনি পড়লেন। উর্দু ভাষাই বটে। পত্রলেখক শ্রীমান ইয়াকুব। লিখেছে সেদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে না পারার জন্য (অর্থাৎ পানীয় সদ্ব্যবহারের ব্যর্থতায়) সে বড়ই লজ্জিত। এবার সে আসবে জুম্মাবার বাদ দিয়ে। তখন পানীয় গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না। ডক্টর শহীদুল্লা থামলেন। আমি বললাম "আর কী লিখেছে?" উনি বললেন, "ওই লজ্জার কথাটাই অনেক লম্বা দিয়ে লিখেছে।" আমি প্রশ্ন করি, "এক পাতা খালি ওই কথা?" শহীদুল্লা মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ! শেষে লিখেছে গালিবের 'বয়েত' দিয়ে, এ চিঠি পড়ে যেন আপনি তার ওপর রাগ না করেন কারণ এতে নিশ্চয়ই অনেক বানান ভুল, ব্যাকরণের অনেক অশুদ্ধ ব্যবহার আছে। আপনার সময় হলে ওগুলো যদি দয়া করে একটু শুধরে দেন—"। হুঁ, বুদ্ধিমান পাঠকেরা ঠিকই ধরেছেন। এ কাজটা পরস্মৈপদে অর্থাৎ ডঃ শহীদুল্লার ওপর দিয়ে চালাই।

এরপর প্রায় মাসখানেক বাদে ইয়াকুবের পুনরাবির্ভাব। এবার সে উর্দু বই সঙ্গে করে এনেছে। চোখমুখে প্রত্যাশার আলো। তখন মরিয়া হয়ে সব খুলে বলি। শেষে যোগ করি, "আমার বন্ধু তোমার উর্দুর খুব প্রশংসা করছিলেন। ইয়াকুব সলজ্জ হেসে জানায়, আফ্রিকায় থেকে সে আর কতটুকু উর্দু শিখতে পারছে। তার ভাই তার চেয়ে অনেক ভালো জানে। পাকিস্তানে সে আজ চার বছর ধরে আছে? পাকিস্তানে? চার বছর? সেখানে

কী করতে? ইয়াকুব বলে, "লাহোরের কাছে রাবোয়া শহরে আমার ভাই শেখে আরবী আর উর্দু, পড়ে কুরআন আর হাদিস।" খরচ? খরচ যোগায় ঘানার আহমদী মিশন। দু' বছর বাদে ফিরে এসে সে হবে ঘানায় আহমদী প্রচারক। ইয়াকুবের ভায়ের মত আরও কিছু কিছু ছাত্র রাবোয়াতে পড়তে গেছে বিভিন্ন আফ্রিকান দেশ থেকে। বছর দশেক আগে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখতে পাই সে সময় আটজন পূর্ব আফ্রিকান, দু'জন সিয়েরালিওনীয় এবং দু'জন ঘানীয় ছাত্র রাবোয়াতে ট্রেনিং নিচ্ছিল। ইয়াকুব অবশ্য ঘানাতেই উর্দু শিখছে। আমরা হিন্দী কিছুটা জানি বলতে সে মাসখানেকের মধ্যে নাগরী হরফ আয়ত্ত করে নেয়। তারপর আমাকে বলে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দী শেখার বই আনায়। এখন সে মাসে মাসে একটা করে হিন্দী রচনা ডাকযোগে আমাদের পাঠায় সংশোধনের জন্যে।

ইয়াকুবের ভাষা শিক্ষা প্রতিভার প্রশংসা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আহমদীদের ধর্ম প্রচারের সাফল্য আমার বক্তব্যের পটভূমিকা, যত কিছু করা যেতে পারে তার একটি সজীব উদাহরণ মাত্র। বর্তমান আলোচনার মূল কথা হল, ওপরতলায় ভারতবর্ষ তথা পাকিস্তান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও পশ্চিম আফ্রিকার সাধারণ মানুষ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে জিজ্ঞাসু। পাকিস্তানের আহ্‌মদী মিশনারীরা কিছু কিছু উৎসাহী ও বুদ্ধিমান যুবককে তাদের মতবাদে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। ভারতবর্ষের কি কিছুই করণীয় নেই? পিরানদেল্লোর নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্রের মত ভারতের ষাট কোটি লোক আর কতদিন আদর্শের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে? স্বদেশে কতদিন এই বিভ্রান্তির প্রতিফলন পড়বে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতে, আর বিদেশে আত্ম-অবদমিত নিষ্ক্রিয়তার?

(উক্ত প্রবন্ধটি সপ্তাহিক পত্রিকা দেশ (ভারত) হইতে উদ্ধৃত করা হইল)।

*

॥ দোয়ার দরখাস্ত ॥

জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব উত্তরবঙ্গ জমাত পরিদর্শন শেষে যেদিন ঢাকা ফিরেন, ঐ দিনই রাবওয়াহ্ যাত্রা করেন। তিনি ২৯শে মে, রাবওয়া হইতে ফিরিয়া আসেন। অত্যাধিক পরিশ্রমের কারণে বর্তমানে তিনি কিছু অসুস্থ আছেন। বন্ধুগণ জনাব আমীর সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া জারী রাখবেন।

অভিভাবক, শিক্ষক
ও
বর্তমান শিক্ষা

কয়েস চৌধুরী

একই বাসে কয়েকজন এস, এস, সি পরীক্ষার্থীর সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য সেদিন আমার হয়েছিলো। তারা পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিলেন। তাদের কথোপকথন শুনে বুঝলাম, নকল করতে না পারায় তারা খুব দুঃখিত। বুকের ভিতরটা নিজেরই অজ্ঞাতে মোচড় দিয়ে উঠলো। ভাবলাম শিক্ষা সভ্যতা ও নৈতিকতার মননশীল ক্ষেত্রে সমাজ ও জাতির এ দীনতা রোধ করবে কে? এ পতন প্রতিরোধের উপায় কি? জাতি ও সমাজের ভাবী কর্ণধরদের মানসিক দীনতা আর সত্য হীনতার পৈশাচিক আঘাত বোধ হয় সইতে পারিনি। অযাচিতভাবেই বলে ফেললাম, "সমাজের এমন অধঃপতনের দুর্যোগময় সময়ে আগামী পঞ্চাশ বৎসরেও জাতি কোন কৃতি সন্তান আশা করতে পারে না।" উপস্থিত সকলেই বার বার আমার দিকে তাকালেন। প্রতিবাদ করলেন না কেউ।

সুদীর্ঘ না হলেও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে যা দেখেছি ও বুঝেছি এবং অনুভব করতে পেরেছি তাতে মননশীলতায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কতটা এগিয়ে গেছি বা পশ্চাতে পড়েছি তা আর একবার পর্যালোচনা করার মোক্ষম মুহূর্ত বোধ হয় সমুপস্থিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতিই হয়ে থাকুক কিংবা আমরা পশ্চাৎপদই হয়ে থাকি এ বিষয়ে সুধী মহলকে ভেবে দেখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

কোন এক মনীষী বলেছেন, "কোন জাতিকে ধ্বংশ করতে হলে তার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলিকে প্রথমে ধ্বংশ কর।" শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সৈক্তের মুহূর্তে উপরোক্ত বাক্যটিকে আজ আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করারও সময় বসে গেছে। কোন জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার শিক্ষায়তন ধ্বংশ করে দেওয়া। মেরুদণ্ড বিহীন মস্তিক অকেজো।

এ কথাটা প্রায় শুনা যায় "বোর্ড ভাল পুস্তক প্রনয়ন করেন না, সুচিন্তিত ক্যারিকুলামের অভাব ইত্যাদি। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।" এ কথা যে কতটা সত্য তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এ সত্যটা সূর্য কিরণের মতই ভাস্বর। শিক্ষা-দীক্ষার আসল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সুপাঠ্য পুস্তক, বিজ্ঞান সম্মত সুচিন্তিত ক্যারিকুলাম তো অপরিহার্য।

কিন্তু বোর্ড আমাদের কি দিলেন, কি দিলেন না, এটা ভাবা যেমন অপরিহার্য, আমরা কি পেলাম, কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করতে পেরেছি তা'ও একবার ভেবে দেখা তেমনি অপরিহার্য।

কোন দেশের প্রতিটি কচি ছেলে-মেয়েই সমস্ত জাতির আশা, আকাঙ্খা এবং জাতীর ভাবী প্রতিনিধি। এই ভাবী প্রতিনিধিদের উপযুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে বোর্ডের সহায়তা ও সহযোগীতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ একথা তর্কের অপেক্ষা রাখে না বা কোন যুক্তির ও ধার ধারে না। বিশেষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বোর্ডের চেয়েও যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন শিক্ষক ও অভিভাবক মণ্ডলী।

শিশু জন্মের পরেই যার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়, তা' হলে পারিবারিক পরিবেশ এবং অভিভাবকদের মননশীলতা। এখানে তারা যা

পায় তা'ই তাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের পাথেয়। এখানকার কাদা মাটিই ভবিষ্যতের সুরোম্য অট্টালিকার ভিত্তি। এই কাদামাটি কেমন করে কি ভাবে পোড়ালে ইমারতের ভিত্তি স্থাপনের উপযোগী হবে তার প্রথম দায়িত্ব অভিভাবকের। পরবর্তি দায়িত্ব শিক্ষকের।

আমার শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে যে, নিজেদের সন্তান সন্ততিদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের যতটুকু দায়িত্বশীল সজাগ ও সচেতন হওয়া উচিতং প্রায় শতকরা নব্বইভাগ ক্ষেত্রেই তারা সেরূপ হতে পারেন না। ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে যতটা অগ্রগতি আশা করা যায় তা' প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে। যার মারাত্মক পরিণাম আমাদেরকে দেখাচ্ছে কচি ছেলেমেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের নীচে সিনেমা পত্রিকা ও অন্যান্য রুচিবিগর্হিত পুস্তকাদি। লেখা পড়ার চেয়ে কপি করার দিকে ঝোক বেশী। পাঠে অমনোযোগিতা, বিবেকহীনতা, নৈতিক অধঃপতন। শিক্ষকের প্রতি অবহেলা, অসৌজন্যমূলক আচরণ, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যজ্ঞান হীনতা এবং অভিভাবকের অবাধ্যতা। পরবর্তিকালে দেখা যায় শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কাছ থেকে যতটা সততা রুচি ও আত্মসম্মান বোধ আশা করা গিয়েছিল তার প্রায় সবটুকু থেকেই তারা বঞ্চিত। প্রায় সকলেই কম বেশী নৈতিক অধঃপতনের দিকে তালিয়ে যাচ্ছে। জাতি ও সমাজের ভাবী প্রতিনিধিদের এ অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অভিভাবক, শিক্ষক এবং সরকারের তৈরী শক্তির সম্মিলন ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

প্রথমেই অভিভাবকদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাকঃ—আপনি একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর ন্যস্ত। তাকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তার অগ্র-পশ্চাৎ সবটুকু আপনাকেই সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে হবে সর্বাগ্রে। তাই আপনার কর্তব্য আপনি ঠিক করুন। প্রথমেই ভাবতে হবে কোন জাতির সভ্যতা কিসের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক জাতির সভ্যতাই তার ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। এ সব ক্ষেত্রে যে জাতি পৃথিবীতে যতবেশী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় তাকেই আমরা তত বেশী সভ্য বলে ধরে নেই। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ ধার করা উপাদানে কোন জাতীয় সভ্যতা গড়ে উঠে না, উঠতে পারে না। যা ভাল তা চিরদিনই গ্রহণ যোগ্য। মৌলিক দিকটা ঠিক রেখে অন্যান্য জাতির কাছ থেকে ভাল ভাল অর্থাৎ যে সকল উপাদানগুলি আমাদের জাতীয় সভ্যতার সাথে খাপখায় তা আমদানীতে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না।

আপনি প্রথমেই নিজস্ব জাতীয় সভ্যতার মাপ কাঠিতে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে তোলা যায় চিন্তা করুন। প্রথমেই অন্যান্য আনুসঙ্গিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। মানব জীবনে উশৃঙ্খলতা হতে রক্ষা পাবার সবচেয়ে মোক্ষম রক্ষা কবচই হল ধর্ম। কচি মনে যদি একবার ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করা যায় তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকে।

পরবর্তী কালে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিন। বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সাথে সাথেই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল, এমন চিন্তা করা অনুচিত হবে। কারণ সেখানে শিক্ষকদের সান্নিধ্য সে পাবে মাত্র দুই থেকে পাঁচ ঘন্টা। অবশিষ্ট সময় তার ব্যয় হবে পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যেই। আপনি প্রতিদিনই সম্ভব হলে সকাল বিকাল খোঁজ নিন।

আপনার শিশুর কতটা অগ্রগতি হলো। কি কি সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। তা আপনার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূর করার চেষ্টা করুণ। প্রতি দিন দুবার সম্ভব না হলে এক বার খোঁজ নিন। তাও যদি সম্ভব না হয় সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আপনাকে আপনার শিশুর মঙ্গলার্থে এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, শাসন যেন তার কচি মনে অত্যাচারের প্রভাব বিস্তার না করে। আপনাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে হবে, তার কচি মন কি চায়। যতটা সম্ভব এবং উচিত সুচিন্তিতভাবে ততটা তার মন যুগিয়ে চলতে হবে। তা না হলে বিগড়াবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা চলে না। "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে"।

একটা সুষ্ঠ জীবন গড়ে তুলতে হলে শিক্ষকের ভূমিকা অভিভাবকের চেয়ে কোন অংশেই গৌণ হলে চলবে না। প্রত্যেক শিশুর সাথে যতটা সম্ভব শিক্ষকের শালিনতা বজায় রেখে মিশতে হবে। গুরু সঙ্গই বড় সঙ্গ। কোন ছেলে মেয়ের মেধা কিরূপ এবং সম্ভব হলে তার মনস্তাত্বিক দিকটা জেনে নিয়ে তাকে শিক্ষা দিলে তা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কথাচ্ছলে একটু একটু করে উপদেশের মাধ্যমে অথবা গল্পের মাধ্যমে সততা, নৈতিকতা, দেশাত্মবোধ শিশুর কচি মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ যোগ্য যে, উপদেশ যথা সম্ভব শিশু মনের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুর্বোধ্য, নীরস হলে প্রায়ই কাজে আসে না। শিক্ষকতা মানে ত্যাগী জীবন। তাই কম বেশী প্রত্যেক শিক্ষককেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজন দেখা দিলে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

দুঃখের বিষয় আজকের সমাজে শিক্ষকরা মৃত্য, অস্পৃশ্য। তাই তারাও আর পিছিয়ে থাকতে রাযী নন্। নোট লেখা টিউশনী করা চলছে রকেটের গতিতে। ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়া বা মাসিক অগ্রগতি কতটা হলো এ ব্যাপারে শিক্ষকরা উদাসীন। মানুষ হিসাবে সামাজিক প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং অর্থ তাদেরও সমভাবেই কাম্য। মানুষ গড়ার কারখানা এবং কারীগরই যেখানে মেরুদণ্ডহীন সেখানে মানুষ গড়ার উচ্চাশা কেমন করে করা যায়। সমাজ যতদিন পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষকাদের উপযুক্ত সম্মান না দিবে ততদিন পর্যন্ত নিজের পা'য়ে নিজেই কুঠারাঘাত করতে থাকবে। নিজের স্বার্থেই সমাজের উচিত শিক্ষকদের শিক্ষক ভাবা গুরুর গুরুত্ব স্বীকার করা হৃদয়ঙ্গম করা। শিক্ষকদের সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে এত অধঃপতন, এত ক্ষতি দুনিয়ার অন্য কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা জানি না।

শিক্ষা সংস্কার দায়িত্ব কি তাও কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখতে হবে। সমাজ জাতি তার কাছে আধুনিক, বিজ্ঞান সম্মত সুচিন্তিত ক্যারিকুলাম যুগোপযোগী সিলেবাস এবং সুপাঠ্য পুস্তক আশা করে। যতদিন পর্যন্ত অভিভাবক, শিক্ষক এবং ক্রটি নিষ্ঠা একত্রিত না হবে ততদিন পর্যন্ত ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের আশা মরিচীকা।

★

এক দৃষ্টিতে রসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনী

চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহ্‌মদ

৫৭০ ইসাব্দীতে জন্ম

আনুমানিক এক সপ্তাহ্ পরে দুগ্ধ দানের জন্য বিবি হালিমার নিকট অর্পণ

পাঁচ	বৎসর	বয়সে			মাতৃ ক্রোড়ে পুনরাগমণ
ছয়	,,	,,			মাতৃ বিয়োগ।
আট	,,	,,			দাদা আবদুল মোতালেবের বিয়োগ।
বার	,,	,,			আবুতালেবের সহিত শাম দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে প্রথম সফর।
২৫	,,	,,			হজরত খোদেজা (রাঃ) সহিত বিবাহ বন্ধন।
৩০	,,	,,			জাতির পক্ষ হইতে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত।
৩৫	,,	,,			সমস্ত গোত্রের মধ্য হইতে মধ্যস্থ নির্বাচিত, হজরত আলী (রাঃ) অভিভাবক নিযুক্ত।
৩৭	,,	,,			হেরাগুহায় ধ্যান মগ্ন ও নির্জন বাস।
৪০	,,	,,			নবুওত লাভ এবং পবিত্র কোরআনের নযুল আরম্ভ।
৪৩	,,	,,	৩য়	নববী	সনে ৪০ জন স্ত্রী-পুরুষের ইসলাম গ্রহণ।
৪৫	,,	,,	৫ম	,,	,, সাহাবীগণকে আবিসিনিয়াতে হিজরতের নির্দেশ।
৪৬	,,	,,	৬ষ্ঠ	,,	,, হজরত হামজা রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ।
৪৭	,,	,,	৭ম	,,	,, কোরাইশগণ কর্তৃক বয়কট এবং শা,ব আবিতালেবে অন্তিরীণ আবদ্ধ।
৫০	,,	,,	১০	,,	,, সামাজিক বয়কটের অবসান, পিতৃব্য আবু তালেবের পরলোক-গমণ, হজরত খোদেজা (রাঃ) পরলোকগমণ, হজরত আয়েশার সহিত বিবাহ ও মেরাজের ঘটনা।
৫১	,,	,,	১১	,,	,, ইয়াস্রাব (মদিনার) ছয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ।
৫২	,,	,,	১২	,,	,, ইয়াস্রাব (মদিনার) দ্বাদশ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ।
৫৩	,,	,,	১২	,,	,, ইয়াস্রাব (মদিনার) ৭২ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ মদিনায় হিজরত।
৫৪	,,	,,	১ম	হিঃ	,, মদিনার পৌর শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান।
৫৫	,,	,,	২য়	হিঃ	,, কাফেরদের প্রথম আক্রমণ (বদর যুদ্ধ)।
৫৬	,,	,,	৩য়	,,	,, কাফেরদের দ্বিতীয় আক্রমণ (ওহোদ যুদ্ধ)
৫৭	,,	,,	৪র্থ	,,	,, বনি আমরের চক্রান্ত এবং হাফিজদের শাহাদৎ বরণ।
৫৮	,,	,,	৫ম	,,	,, কাফেরদের তৃতীয় আক্রমণ (খন্দক যুদ্ধ)।
৫৯	,,	,,	৬ষ্ঠ	,,	,, হোদায়বিয়ার সন্ধি।
৬০	,,	,,	৭ম	,,	,, বাদশাহ্‌দিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান, খায়বর বিজয়।
৬১	,,	,,	৮ম	,,	,, মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয় এবং হোনাইনের যুদ্ধ।
৬২	,,	,,	৯ম	,,	,, তবুকের যুদ্ধ, মুসলমানদের হজরত পালন ও রাষ্ট্রদুতদের আগমণ।
৬৩	,,	,,	১০	,,	,, হজ্জুল বিদায় শেষ প্রসিদ্ধ খোতবা।
৬৩	,,	,,	১১	,,	,, অসুস্থ এবং পরলোক গমন।

(দৈনিক জঙ্গ হইতে)।

আযান

—শাহ্ মুস্তাফীজুর রহমান

তমসার অভিসারে যে হিসাব কুয়াশা শিথিল
সময়ের ভীরু আবর্তণে
পেতে গেছে প্রেত প্রশ্ন লালসার জাল
লাল নীল প্রত্যয়ের কর্ণার কংকাল,

সাধনার বোধ উন্মেষণে :
ইচ্ছার আগুনে তাই, ছাই করে সে হিসাব,
মানুষ এ নিখিলে অখিল
ফুজুল হলফে তার কালোসিয়া লালসার ক'না আভরণ

দু' হাতে নির্বিবাদে ছিন্ন করে এসে
প্রতীতির রোদের প্রদেশে
সংযত, স্বভাবস্নিগ্ধ মতের পথের তীর্থে পুনঃ অণুক্ষণ
খুশীর খোশবু বোঁওয়া প্রাণে আনে ভোর আস্বাদন :

তাই,

আযান উঠছে সাত আসমান জুড়ে
আঁধার নিভছে ইথার আস্তরণে
আযান উঠছে সময়ের মহাবাণী
রাতের কণ্ঠে মউতের কাত্রাণী।

উপুড় সায়রে দূর দিগন্তে দূরে
কালের উদ্ধাধনে
সুরুজ ছুটছে আলোর ভেলায়
উড়িয়ে রোদের পাল
প্রাণ আসমান উতল হয়েছে
উতল পৃথিবী, উদ্বেল মহাকাল।
আযান উঠছে
টুট্ছে তামাম অনীহার আখলাক্,
মসীহা কণ্ঠে যুগ যামানার ডাক
আলোকের ডাক
মাহদীর মিনারায়
শ্বেত শপথের উজ্জ্বল অভিযান
অভিযান.....
আযান উঠছে আযান
আযান উঠছে
আঁখি সন্ধান মুক্তি পেয়েছে তার
আযান উঠছে ঘুম নিঝুম
স্বপ্ন ভেঙেছে, আর
সৃজন মনন সিজদা বিনত
মস্জিদে আত্মার।

ছোটদের পাতা

খেয়ানত বা অসাধুতা

খেয়ানত অর্থ আত্মসাৎ করা। পরস্ব গ্রাস করা। আমানত রাখিলে উহা নষ্ট করা বা অস্বীকার করা।

খেয়ানত করা খুবই অন্যায়। ভাল মানুষ কখনও উহা পসন্দ করেন না। যে খেয়ানত করে আল্লাহ্ তাকে পরলোকে কঠিন শাস্তি দেন এবং জগতেও সে নিন্দার পাত্র হয়।

এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু দিন আগের কথা। বসরা নগরে ওমর নামে এক সওদাগর বাস করিতেন। তিনি সদা সত্য কথা বলিতেন এবং সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করিতেন, এই কারণে প্রভু তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন এবং শহরের সকলে তাঁহার প্রসংশা করিত। তিনি এক-মাত্র সওদাগরই ছিলেন না বরং স্যার বিচারক ও দয়াশীল লোক ছিলেন।

একদিন তিনি কাপড় বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং একটি উট ভাড়া লইলেন। উটের মালিক তাহার মজদুরী আদায় করিয়া লইল।

পথিমধ্যে সওদাগর রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং বাধ্য হইয়া চিকিৎসার জন্য গ্রামে অবস্থান করিলেন। উটের মালিককে বলিলেন যে, "তুমি কাপড়গুলি বাজারে পৌঁছাইয়া দিও"। পথে উটের মালিকের মনে কাপড় চুরি করার কু-বুদ্ধি জাগিল, সুতরাং সস্তা দামে সমস্ত কাপড় বিক্রয় করিল এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিয়া আনন্দ মনে ঘরে ফিরিয়া গেল।

এদিকে সওদাগর সুস্থ্য হইয়া যখন ফিরিলেন তখন উটের মালিককে না দেখিতে পাইয়া বিষন্ন চিন্তিত হইলেন এবং তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পর সওদাগর তাঁহার দেখা পাইলেন কিন্তু উটের মালিক বলিল, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে। সে আমাকে কোন কাপড়ই দেয় নাই আর আমি উটের মালিক নই বরং আমি একজন সওদাগর।

তখন সওদাগর তাঁহাকে কাজীর দরবারে হাজির করিলেন। উভয়েই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করিল।

কাজী বলিলেন আপনারা আগামী কাল অসিবেন, তখন বিচার হইবে।

তাহারা যাত্রা করিবার সময় কাজী সাহেব হঠাৎ বলিলেন, হে উটের মালিক! তখনই উটের মালিক উত্তর করিল হাঁ জাঁহাপানা।

কাজী সাহেব তখন বুঝিতে পারিলেন, সে, উটওয়ালা এবং ব্যক্তি নিশ্চয় চুরি করিয়াছে। তখন উটওয়ালাকে একশত বেত মারা হইল এবং সওদাগর সমস্ত টাকা ফেরৎ পাইলেন।

ছোট ভাই-বোনগণ, এই হইল খেয়ানতের (অসাধুতার) পরিনাম। তোমরা জীবনে কোন দিন এইরূপ কাজ করিও না।

যদি কেহ তোমাদের নিকট কোন জিনিষ রাখে, তবে উহা স্বযত্নে রাখিবে। নষ্ট হইতে দিও না নতুবা উটের মালিকের মত সাজা পাইবে।

★

সংবাদ

(ক)

রাবওয়াহ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাসের স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ভাল। বন্ধুগণ হুযুরের দীর্ঘায়ু এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া অব্যহত রাখিবেন।

(খ)

বন্ধুগণের অবগতির জন্য পুনঃ এলান করা হইতেছে যে, ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের চাঁদা আদায়ের শেষ তারিখ ৩০শে জুন। চাকুরীজিবীগনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত আকদাস এই চাঁদার মেয়াদ এক সপ্তাহ বাড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তহের মধ্যে যাহারা এই চাঁদা আদায় করিবেন তাহারাও তিন বৎসরের মধ্যে গন্য হইবে। অতএব প্রিয় ইমামের স্মৃতিতে বাস্তবে অংশ গ্রহণ করুন এবং হযরত আমিরুল মোমেনীনের দেওয়া অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সওয়াবের অধিকারী হউন।

(গ)

গত ১১ই জুন হইতে জামেয়া আহমদীয়াতে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে; সকল পরীক্ষার্থীর কামিয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন।

(ঘ)

গত ২৯শে মে, রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে ৬-৪৫ পর্যন্ত জনাব মাহমুদুল হাসান সাহেব, আমীর জমাআতে আহ্‌মদীয়া ঢাকার সভাপতিত্বে সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-র জলসা সফলতার সহিত সমাধা হইয়া গিয়াছে।

জলসার কর্ম সূচী নিম্নরূপ ছিল।

১। তেলাওয়াতে কোরআন—শেখ জাফর আহমদ

২। নজম—মুসতাক আহ্‌মদ সায়গল

বক্তৃতা

- মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব।
- ভেন-বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরু, টি, পিকে, টি, কে প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ।
- রেভারেণ্ড ফাদার এবেল রোজারিও, নটরডাম কলেজ।
- মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, প্রধান, কৃষিতথ্য কেন্দ্র
- মৌলবী হাফিজুদ্দিন সাহেব।
- সভাপতির ভাষণ ঃ
- দোওয়া ঃ

॥ শোক সংবাদ ॥

টাঙ্গানিয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, আল-হাজ্ব আহমদ আক্কাসী সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে····· রাজেউন।

মরহুম একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। সর্বদা প্রচার করাটাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। মৃত্যুর সময়ে তিনি তাহার আত্মীয়-স্বজনকে এই ওসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা যেন সর্বদা নেজামের সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তিনি নিজ ব্যয়ে তাহার এক আত্মীয়কে উচ্চ ধর্ম শিক্ষা লাভের জন্য রাবওয়া পাঠাইয়াছে। তিনি এই মর্মেও ওসিয়ত করিয়াছেন যে, তাহার যে সমস্ত বাড়ী ঘর রহিয়াছে উহার মধ্যে এক বাড়ী যেন যথাশীঘ্র জমাআতের নামে রেজেষ্টারী করিয়া দেওয়া হয়। আমরা সকলে মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আবেদন জানাই।

(২)

মৌঃ আবদুস সোবহান সাহেব গত ২৩.৬।৬৯ তাঁহার তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ শামসুর রহমান বার-এট-ল সাহেবের বাড়ীতে ৯০ বৎসর বয়সে ইন্‌তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে····· রাজেউন।

মরহুম একজন মুখলেস ও মুসি আহ্‌মদী ছিলেন। নামায রোজার বিশেষ পাবন্দ ছিলেন। আমরা মরহুমের মাগফেরাত কামনা করিয়া আল্লাহ্‌র দরগায় প্রার্থনা জানাইতেছি। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ পদ্য ॥

মোঃ আখ্তারুজ্জমান

আমাদের পাণে নজর করেছে
সকল বিশ্ব জাতি
আহ্মদী মোরা, বিশ্ব ভুবনে
হয়েছে মোদের খ্যাতি।

নূতন যুগের নবীন সূর্য
উঠেছে গগন কোনে
সকল আঁধার ভয় পেয়ে দেখ
পলাইছে প্রাণপণে !

ধুলির ধরাকে স্বর্গ বানাতে
আমরা এসেছি ভবে,
আমরা নবীন এসেছি নতুন
মুক্তির গৌরবে।

শান্তির লাগি মানবেরা আজ
চেয়ে আছে মুখ পানে
ভরে দিতে হবে তপ্ত ধরাকে
শান্তির জয় গানে।

(সংবাদের অবশিষ্ট)

(৩)

বাংলার বিশিষ্ট আহ্মদী মৌলানা আবদুল ওয়াহেদ (রহ:) সাহেবের কন্যা এবং জনাব আবুল ফরেজ খান চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী সৈয়্যদা হাসিনা আখতার বেগম সাহেবা গত ২৫।৬।৬৯ তারিখ দিবাগত রাত্রে নিজ বাড়ীতে ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে..........রাজেউন।

মরহুমা একজন নেক মহিলা ছিলেন। তিনি রিতিমত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন এবং এতিম মিসকিনদের প্রতি সর্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

আমরা মরহুমার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং মরহুমার মাগফেরাতের জন্য খোদাতায়ালার দরবারে আবেদন জানাইতেছি।

(৪)

তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ডাক্তার আবুল কাসেম সাহেবের মাতা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব মোঃ মোস্তফা আলী সাহেবের বড় বোন প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে গত ৭ই মে ৬৯ ইং রোজ বুধবার দিন বেলা ১২ ঘটিকার সময় তাঁহার পিয়ারা মৌলার সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন।

তিনি অনেকদিন যাবত বাতরোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি ছোটবেলায়ই আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমাতের বিশিষ্ট বুজুর্গান যখনই তারুয়া জমাআতে যাইতেন তিনি সকলের খানা পাকাইতেন। সকলে তাঁহার পাকের তারিফ করিতেন। ডাঃ কাশেম সাহেবের মাতা, লোকের সমাদর করে গর্ভবোধ করতেন। দোয়া করি আল্লাহ্ যেন সৎকাজের জন্য তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। আমীন!

※

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মোহাম্মদী মসীহ্	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	,,
১৭।	মহা সুসংবাদ	,,

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.